প্রথম আলো

তারিখ ... 05 NOV 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জহুরুল হক ও এফ রহমান হলের ছাত্রদের ফের সংঘর্ষ, আহত ২৫

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল এবং এ এফ রহমান হলের ছাত্রদের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার আবারও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ২৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে জহুরুল হক হলের তিনজন ছাত্রের অবস্থা গুরুতর। তাদের পঙ্গু ও ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুপুর আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিরামহীন এই সংঘর্ষ চলে। এ সময় এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করতে ইটের ভাঙা টুকরো ছুড়ে মারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের মাঠে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে গত সোমবার এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সে দিনও প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষে পথচারী-ছাত্রসহ বিচ্ছিন্নভাবে অন্তত ৩০ জন আহত হয়।

গতকাল সংঘর্ষে গুরুতর আহত জহুরুল হক হল শাখার ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক সানাউল্লাহ বাবু (আইন বিভাগ, স্নাতকোত্তর পর্ব), জাকির হোসেন (উর্দু, চতুর্থ বর্ষ) ও রেজাকে (আরবি বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে বাবুকে পঙ্গু ও জাকিরকে ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাবুর হাত ভেঙে গেছে এবং জাকিরের আঘাত গুরুতর। আহত অন্য ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা নেয়।

জহুরুল হক হলের আহত অন্য ছাত্ররা হলেন সিদ্দিক, জয়, তরিকুল, আরাফাত, মাসুম, ইকবাল, হেলাল, ইলিয়াস, মোহাম্মদ আলী, জুয়েল ও জহির এবং এ এফ রহমান হলের ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনোয়ার হোসেন, শাহজাহান আলী রনী, হাবিব, মাইনুদ্দিন, জসিম মেসবাহসহ প্রায় ২৫ জন।

জানা গেছে, গতকাল দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রদল মিছিল-সমাবেশ করে। এ সময় জহুরুল হক হল ছাত্রদলের কিছু কর্মী এবং এ এফ রহমান হল ছাত্রদলের কয়েকজন কর্মীর মধ্যে গত সোমবারের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। কর্মসূচি শেষে নিজ নিজ হলে ফেরার পথে বসুনিয়া গেটের উল্টোদিকে জহুরুল হক হল ছাত্রদলের নেতা বাবু ও জাকিরকে এ এফ রহমান হলের একই সংগঠনের নেতা আনোয়ার, আসাদ ও শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন মিলে এলোপাতাড়ি কোপান।

খবর পেয়ে জহুরুল হক হল ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে এ এফ রহমান হলের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় এ এফ রহমান হলের ছাত্ররা ইটের ভাঙা টুকরো ছুড়ে জহুরুল হক হলের ছাত্রদের ঠেকিয়ে দেয়। সাধারণ ছাত্ররাও ইট ছোড়াছুড়িতে অংশ নেয়। চলতে থাকে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। একপর্যায়ে এ এফ রহমান হলের ছাত্ররা জহুরুল হক হলের গেটের সামনে এসে যাকে পেয়েছে তাকেই এলোপাতাড়ি পেটায়। এ সময় রেজা নামে এক ছাত্র আহত হয়। এরপর পুলিশ জহুরুল হক হল এবং এ এফ রহমান হলের সামনে এসে অবস্থান নেয়। পরে পুলিশ এবং ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'পুলিশকে অনেক আগেই অনুরোধ করেছিলাম ব্যবস্থা নেওয়া জন্য। কিন্তু তারা দুই ঘণ্টা পর এসে উদ্যোগ নেয়।'

রমনা অঞ্চলের উপপুলিশ কমিশনার আতিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি। তা ছাড়া সংঘর্ষের শুরুর দিকে আমরা একবার দুই পক্ষের মাঝখানে অবস্থান নিই। তখন দুই পক্ষ থেকেই আমাদের ওপর ইট মারা শুরু হয়।'

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, পুলিশের কয়েকজন সদস্য ইটের আঘাতে আহত হন। একটি ইট তাঁর হাতেও এসে লাগে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ, সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ও প্রক্টর অধ্যাপক আ. ক. ম. [illegible] আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা সংঘর্ষের ঘটনায় ইন্ধনদাতাদের তদন্ত করে বের করে শাস্তির আশ্বাস দেন।